প্রতিদান।

সে এক চিত্রকর। মালিয়া পাহাড়ে নির্ঝরিণীধারে বসে' সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—নারী জাতির ছবি আঁক্‌ত, আর ভারত—নারীজাতির সৌন্দর্য্য—নারীজাতির প্রেম—অমনি মনে হ'ত সেই আদ্যাশক্তির কথা, বিশ্বের যিনি মা, নারীজাতি যাঁর প্রতীক্। এ চিত্র কোমল তুলিতে ফলাতে হ'বে - প্রাণ ভরে পূজা'কর্‌তে হ'বে। এক কথায় সে ছিল সৌন্দর্য্যের উপাসক। জীবনে কখনো সে অন্য কারুর ছবি আঁকে নাই—চেষ্টা ও করে নাই।

এই ভাবেই সে সমস্ত দিন ছবি আঁক্‌ত আর সাঁঝের বেলা জীবন ধারণের জন্য খেত বনের সুমিষ্ট ফল, আর বেশ তৃপ্তি সহকারেই পান কর্‌ত ঝরণার স্বচ্ছ জল। আর গাইত—

আমি যারে বাসিভাল সেকি মোরে বাসেনা
তবে এত কাঁদি তবু কেন কাছে আসেনা।

এই ভাবেই বহুদিন চ'লে গেল। দিন রাত্রি ক্লান্তি নাই,—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর। সে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ছবি আঁক্‌ত আর গাইত—আমি যারে বাসিভাল * * * * এই গান কাকে উদ্দেশ্য করে' বা কেন যে গাইত তা' এ পর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে পারে নি। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌ত—'বড় ভাল লাগে'—। এই দুটি কথার মধ্যে কি যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত ছিল তা কেবল সেই জান্‌ত।

সেদিন ক্লান্ত রবি দিনের কাজ শেষ করে ধীরে ধীরে মালিয়া পাহাড়ের তলদেশে ডুবে যাচ্ছিল। তখনো অক্লান্ত চিত্রকর তাঁর

মসৃণ তুলিতে ছবি ফলা চ্ছিল। হঠাৎ ঝরণার অনতি দূরে তার দৃষ্টি পড়্‌ল—নিটোল যৌবনা অনুপম মাধুরীময়ী এক নারীর ওপর। তার দেহের জ্যোতি – কি ছার সূর্য্যের অস্তকালীন স্নিগ্ধ জ্যোতি— তার চেয়েও স্নিগ্ধতর। তাকে দেখে তার মনে হচ্ছিল-কোন্ বিশ্ব-শিল্পী সৃষ্টি রহস্যের অপূর্ব্ব নিপুণতায় একে সৃজন করেছেন। আর মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিচ্ছিল— আমি এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে কি চিত্র এঁকেছি? কি রূপলহরীর মাঝে ডুবেছি? ছবি আঁক্‌তে হ'লে একেই আঁক্‌তে হ'বে ভালবাসার মসৃণ তুলি দিয়ে, অচ্ছেদ্যবন্ধন প্রেম দিয়ে এর রং ফলাতে হ'বে।

অনিমেষ নয়নে সে তার রূপ-মাধুরী পান কর্‌ছিল। যুবতী তার দিকে চেয়ে বল্লে কি দেখ্‌ছ চিতোরের প্রধান চিত্রকর? ক্রিমি কীট বিজড়িত এরূপলাবণ্য কদিনের জন্য? জীবন দিন কত বইত নয়।"

চিত্রকর উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে "কি দেখ্‌ছি! দেখ্‌ছি তোমার মনোমোহিনী মূর্ত্তির মাঝে বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব নিপুণতা; দেখ্‌ছি জগন্মাতার বিশ্ববিমোহিনী অতিপ্রতি; ভালবাসার তুলিতে তোমাকে আঁক্‌তে হ'বে পাকা রং এ, তাই দেখছি।"

নারী লাজ-রক্তিম মুখে বল্লে "একজন একজনকে ভাল বাসে তুমি আমাকে ভাল বাস—আমি তোমাকে ভালবাসি এটা বিচিত্র নয়। আমি শৈশব কাল থেকেই তোমার নাম প্রত্যেক নর-নারী কাছে শুনে আস্‌ছি এবং মনে মনে ভাব্‌ছি—দেখ্‌তে হ'বে সেই অদ্ভুত রাজ চিত্রকরকে যে নারীকে কোন দিন ভোগ কর্‌তে চাই নাই, চেয়েছে শুধু তার আদর্শ সৌন্দর্য্যকে নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে এক মনে এক প্রাণে ধ্যান-মগ্ন যোগীর মতন। আচ্ছা চিত্রকর! তুমি নারী জাতিকে এত ভালবাস!"

চিত্রকর গম্ভীর ভাবে উত্তর কল্লে—"আমি ভালবাসি—প্রাণের চেয়ে ও ভাল বাসি; কিন্তু কেউত কখনো প্রতি দান দেয় না"

নারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আজ রাজপুতের একটা দুর্দ্দিন; আমার মনে হয় রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে। পদ্মিনীর রূপন্মাদে মত্ত রক্ত পিপাসু, আলাউদ্দিন তার বিজয়বাহিনী চিতোর ধ্বংসের জন্য পাঠাচ্ছে।

আমার মনে হ'ল চিতোর আজ যবনের স্পর্শে কলুষিত হ'বে; নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—মান, ইজ্জৎ অস্পৃশ্য যবনের করে লুণ্ঠিত হ'বে। তাই আজ তোমার অটল হৃদয়ের মহান আদর্শকে আরো অনুপ্রাণিত কর্‌ব বলে এত দূরে দৌড়ে এসেছি। ছিড়ে ফেল তোমার ঐ মিথ্যারূপের মোহন আলেখ্য, ভেঙ্গে ফেল ঐ তোমার স্বপন তুলি, ভাসিয়ে দাও তোমার যত প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্য্যময় কল্পনা ঐ ঝরণার জলে। যদি ছবি আক্‌তে চাও তবে স্বদেশ নারীর মান, ইজ্জৎ রক্ষা কর, স্বদেশ চিতোরকে স্বাধীনতার উচ্চ মঞ্চে স্থাপনকর; তার পর স্বাধীন মায়ের সহাস্য প্রেমমুখচ্ছবি নূতন তুলিতে পাকা রংএ ফলাও। তখন দেখবে তোমার হৃদয় কত উচ্চ হবে, প্রাণ কত শীতল হ'বে, অন্তর ভরে তাকে কত পূজা কর্‌তে চাবে। যদি এবার চিতোর রক্ষা কর্‌তে পার—নারীর মান রাখ্‌তে পার—তবে ভালবাসার.....

প্রতিদান সহসা নারী অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

চিত্রকর কতক্ষণ কি ভাবলে তারপর তার তুলিকে ঝরণার জলে ডুবিয়ে রেখে ছুট্‌ল বাড়ীর দিকে, সেখান হ'তে পিতা, প্রপিতামহদের আজন্ম—ব্যবহৃত এক তরবারি হাতে নিয়ে চিতোরের দ্বারে এসে দাঁড়াল। দেখ্‌লে যবনগণের দুরন্ত অভিযান, দেখ্‌লে রক্তপিপাসু আলাউদ্দিনের উদ্দেশ্য সাধনের অনন্ত আয়োজন,

আর শুন্‌লে রাজপুত ও রাজপুতানীদের মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি দুনিয়া কাঁপিয়ে আকাশের বুক চিরে উঠ্‌ছে। চোখের পলকে সব দেখে নিলে; তারপর শত্রুব্যূহ মধ্যে মাভৈঃ রবে মিলিয়ে পড়্‌ল—আর দেখা গেল না।

চিতোর রক্ষা হ'লনা। রাজপুত মহিলারা জহরব্রতে প্রাণ ত্যাগ কর্‌লে। রাজপুত একটিও জীবিত রইল না যুদ্ধ শেষে দেখা গেল অগনিত বীরের মৃতদেহের এক পাশে চিত্রকর আর সেই সুন্দরী দুজনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে।

শ্রী নখিলবিহারী ভদ্র।
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী
সাহিত্য বিভাগ।